এই পরিষেবা মূলত কৃষি, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক মুদ্রণযোগ্য মাসিক তথ্য পরিষেবা। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, বাংলাদেশ সহ বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের দুই শতাধিক পত্রপত্রিকা এই তথ্য প্রকাশ করে। বার্ষিক চাঁদা দিয়ে গবেষক, ছাত্র, সাংবাদিক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহ আগ্রহীরা গ্রাহক হতে পারেন।

সংবাদ পরিষেবা

অগস্ট ২০১৩

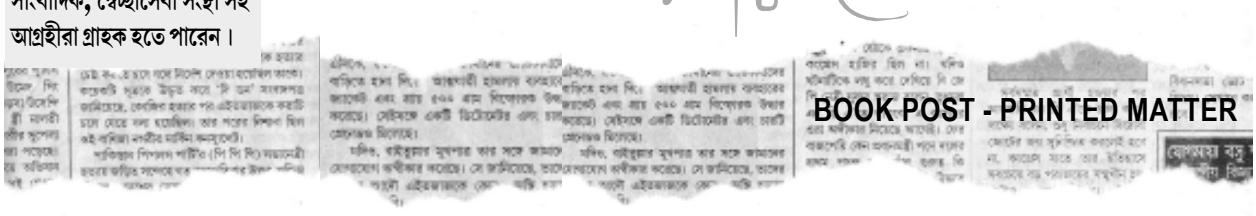

বিজয়রথ

১৯/২৪

এক চাষি জৈব চাষ ছড়াচ্ছে। চাষির নাম শ্রীকান্ত কুশওয়া। কুশওয়া আবার ইন্দ্রজাল জানে। কুশওয়া এই ইন্দ্রজাল নিয়ে গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে। ইন্দ্রজাল দিয়ে গ্রামে গ্রামে সে জৈব চাষের উপকারিতা বোঝাচ্ছে, রাসায়নিক সার-তেলের চাষের অপকারিতা বোঝাচ্ছে। কুশওয়া এই কাজ করছে মাত্র কয়েকবছর। কয়েকবছরে এক হাজারের বেশি চাষি তার চেষ্টায় জৈব চাষে উদ্যোগী হয়েছে।

ভবিষ্যৎ বাঁচাও

১৯/২৫

দেশের তেইশ শতাংশ শিশুমৃত্যুর কারণ পরিবেশের দূষণ ও রোগভোগ। রোগভোগের কারণ–বিশুদ্ধ জলের অভাব, দুর্বল নিকাশি ও অপরিচ্ছন্নতা। আবার পরিবেশক্ষয়ের দরুন গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পাঁচ দশমিক সাত শতাংশই খরচ হয়ে যাচ্ছে। তবে এই খরচ কমানো সম্ভব। বিশ্বব্যাঙ্কের এক অধুনা প্রতিবেদনে এইসব কথা আছে।

চলবে না

১৯/২৬

ভারতে মনস্যান্টোর জিন কারিগরিজাত উদ্ভিদের সৃজনস্বত্বের আবেদন খারিজ। সৃজনস্বত্ব মানে পেটেন্ট। সৃজনস্বত্ব খারিজ করেছে দেশের ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি অ্যাপেলেট বোর্ড। বোর্ডের যুক্তি, মনস্যান্টোর প্রযুক্তি কোনো নতুন আবিষ্কার নয়, পরিচিত বস্তুটির খালি একটি নতুন গুণ জানা।

কী যে হবে!

১৯/২৭

পঞ্চাশ লাখ বছর আগে বিপুল পরিমাণ বরফ গলেছিল। গলার কারণ ছিল উষ্ণায়ন। এই বরফ গলে সাগরতল প্রায় ২০ মিটার বেড়েছিল। তখন বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ ছিল আজকের সমান। উষ্ণতা আজকের চেয়ে দু-তিন ডিগ্রি বেশি। বিজ্ঞানীর আশঙ্কা, সাবধান না হলে এই শতক-শেষেই হয়তো বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি হবে।

এবার আফ্রিকায়

১৯/২৮

সবুজ বিপ্লব ও জিনশস্যের বিরুদ্ধে আফ্রিকা মুখর। আফ্রিকাবাসীর অভিমত, উৎপাদন বৃদ্ধিতে এই প্রযুক্তি ও সবুজ বিপ্লব মহাদেশের বাস্তুতন্ত্রকে বিপদগ্রস্ত করবে।

তাই ? ১৯/২৯

তাইল্যান্ডের বীজ এল বিশ্ব বীজ সঞ্চয়ে। বিশ্ব বীজ সঞ্চয় মানে নরওয়ের গ্লোবাল সিড ভল্ট। এই সঞ্চয়ে তাইল্যান্ডের একাশি জাতের ধান এল। এই একাশি জাত বাছাই হয়েছে তাইল্যান্ডের বীজ ভাণ্ডারের পঁচিশ হাজার ধান থেকে।

বাংলাদেশেও ? ১৯/৩০

বাংলাদেশে বিটি বেগুন চাষ। ছাড়পত্র বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের। এই নিয়ে সরব বাংলাদেশ। সম্প্রতি প্রতিবাদ হয়েছে মানবশৃঙ্খল গড়ে।

রাগের কথা ১৯/৩১

উষ্ণায়ন বাড়লে অসহিষ্ণুতা বাড়বে। দু:সহ গরম,শুকনো-খটখটে আবহাওয়া অস্থিরতা, হিংসার জন্ম দেবে -জন্ম দেবে যুদ্ধের। বিজ্ঞানীরা বলছেন রাশ না টানলে এই শতকের মাঝামাঝি ধরিত্রী ভয়ংকর হিংসায় শামিল হবে।

গরিব তর্ক ১৯/৩২

দারিদ্রসীমার বিচার নিয়ে তুমুল তর্ক। যোজনা আয়োগের দারিদ্রসীমার নিরিখে গ্রামে সাতাশ টাকা কুড়ি পয়সার নীচে ও শহরে তেত্রিশ টাকা তিরিশ পয়সার নীচে রোজগার। বিরোধীরা এই নিরিখ মানছে না। ফলে সরকার নতুন প্রস্তাব দিয়েছে। সরকার বলেছে,পরিবর্তিত নিরিখ হবে গ্রামের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ও শহরের ক্ষেত্রে বাষট্টি টাকা।

হবে না ১৯/৩৩

সন্দররবনে বড় আকারের পর্যটন কেন্দ্র গড়া যাবেনা। গড়লে বাঘের ক্ষতি। গড়লে মেছোবেড়াল ও কচ্ছপের ক্ষতি। তাছাড়া সুন্দরবনের জলবায়ু সদা পরিবর্তনশীল। ফলে বড় পর্যটনকেন্দ্র বড় ঝুঁকি । বলেছেন বেলিন্দা রাইটস । রাইটস বাঘ বিশেষেজ্ঞ।

নজির ১৯/৩৪

বারানসীতে বহু মজা কুণ্ডের সংস্কার। মজা কুণ্ডের পুরো ভোলবদল। ওখানে এইরকম ১২ কুণ্ডের সংস্কার হয়েছে। এই কুণ্ডগুলি হয় মজে যাচ্ছিল, বুজে যাচ্ছিল নয় বেদখল হয়েছিল। এই সংস্কারের প্রয়াসে আছে একটি দল। দলের নাম ভিএনএস।

হলে হয় ১৯/৩৫

পশ্চিমঘাট পর্বতমালার দক্ষিণ পাহাড়ের ৬০ ০০০ বর্গকিলোমিটার কেবল অবণ্য হিসেবে রক্ষা করার প্রস্তাব। প্রস্তাব কেন্দ্র কস্তুরিরঙ্গন কমিটির। অঞ্চলটির ভেতর ছয় রাজ্য পড়বে। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এই অঞ্চলের ভেতর কোনো খনি, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা কোনো দূষণকারী শিল্প কোনোভাবেই গড়া যাবেনা। এই কমিটির প্রস্তাবের পেছনে আছে আগের এক কমিটির প্রস্তাব। আগের কমিটিতে ছিলেন মাধব গ্যাডগিলের মতো ভুবন-শ্রুত প্রকৃতিবিদ। এই কমিটিও খনি বন্ধের পক্ষে ছিল, প্রস্তাব করেছিল পশ্চিমঘাট জুড়ে আলাদা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের। পরিবেশ মন্ত্রক প্রস্তাব অনুমোদনে আগ্রহী। অপেক্ষা খালি জনমত ও রাজ্যগুলির সম্মতির।

ব্রুস ১৯/৩৬

চাষে জলবায়ু বদল মোকাবিলায় স্কুল। স্কুল নেপালে। স্কুল নেপালের চাম্পি গ্রামে। এখানে থার্মোমিটার, রেন গেজ ও মাটির আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র আছে। আবহাওয়ার খবর পাওয়া যায় ফোনে। এই স্কুলে শিক্ষকও আছে।

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

খাদ্য বিল, বেয়াড়া প্রশ্ন

সুব্রত কুন্ডু

ভারতের হবু প্রধানমন্ত্রী গরিবের বাড়িতে রাত কাটিয়ে খাদ্যের অভাব বোধ করেছেন কিনা জানা নেই। তবে দেশের খাদ্য শস্যের গুদাম যেমন ভরে উঠছে, তেমনই কয়েক কোটি লোক দিন কাটাচ্ছে অনাহারে। খাদ্য সুরক্ষা-বিল এর দাওয়াই কিনা বোঝা যাচ্ছে না। তবে ২০১৪ সালের কথা সরকারের মাথায় আছে, এ পাগলেও বুঝবে। গুদাম যদি ভরাট হতেই থাকে তাহলে বোঝা যায় উৎপাদনে খুব একটা ঘাটতি নেই। তাহলে মানুষ খেতে পাচ্ছে না কেন? কারণ তার কাজ নেই, জমিজমা নেই, জমি থাকলেও জল নেই...। নেই-এর তালিকায় আছে অনেক কিছুই। ফলে খাবার কেনার পয়সা নেই, আছে অনাহার।

সরকার আমাদের মা-বাবা। তাই তৃতীয় সন্তানের জন্য শুধু লাফালাফি রেখে দিলে বিপদের আশঙ্কা। ভোট বড় বালাই। অতএব হাতে কাজ -একবারের ভোট। পেটে ভাত দ্বিতীয় বারে। বৈতরণি পেরোলে হাতে ও ভাতে সাড়ে চার বছরের জন্য গামছা। তৃতীয় বারের জন্য আবার নতুন কিছু একটা। গরিবের জন্য কেঁদেকঁকিয়ে ৬৬ বছর কেটে গেল। প্রকল্প, পরিষেবা, নীতি, আইনকানুন বাড়ল। গুনতিতে গরিব বাড়ল পাল্লা দিয়ে। এই রাজসূয় যজ্ঞে শেষ অবতার খাদ্য সুরক্ষা। ভোটে কাঠি পড়ল বলে।

সম্মুখ সমরে নেমে পড়েছে সরকারে আসার জন্য উদগ্রীব দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা। এমন ভাব, যেন তারা এলে এইসান সব দাওয়াই দেবে যে, গরিবি দেশ থেকে পালাবার পথ পাবে না। দুবেলা ঢেকুরের গর্জনে দেশে তিষ্ঠানো দায় হয়ে যাবে। এরাও চাইছে খাদ্য সুরক্ষা।

সরকার বলছে, এই খাতে সরকারি তহবিলের খরচ হবে১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি। উদারবাবুরা প্রশ্ন করছে, মন্দার বাজারে এত টাকা খরচ করার কোনো অর্থ আছে কিনা। এই প্রশ্ন শুনে সরকারে থাকা বা না থাকা, এদের বড় ও মেজ কাকাবাবুরা যারপরনাই আহ্লাদিত হয়েছেন। চার গুলিয়ে দেওয়ার এমন মোক্ষম প্রশ্ন। সাধু! সাধু! সরকার বছরে ৫ লক্ষ কোটি টাকা উদ্যোগপতিদের কর ছাড় দিলে, অথবা শুধু পরিষেবা ক্ষেত্রে ৪৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬৪৩ কোটি টাকা ঋণ বকেয়া থাকলে এরা বলে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির পথ সুগম হল।

কিন্তু যত আপত্তি ৮০ কোটি মানুষের খাদ্যের সুরক্ষার জন্য খরচে। সত্যিই কি ফি বছর ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা সরকারের ভাঁড়ার থেকে যাবে! যাবে না। কারণ সরকার বছরে গণবণ্টন ব্যবস্থার জন্য খরচ করে ৮৫ হাজার কোটি। মিড ডে-মিল-এর জন্য ১৩ হাজার ২১৫ কোটি। আইসিডিএস-এর জন্য ১৭হাজার৭০০ কোটি। আর মাতৃত্বকালীন সুবিধা ও ভাতার জন্য ৪৫০ কোটি। খাদ্য সুরক্ষা আইনে এসবই যোগ করা হয়েছে। তাহলে বছরে সরকারের অতিরিক্ত খরচ হবে ৮হাজার ৬৩৫কোটি টাকা। উল্লেখ্য, এই আইনে চলতি গণবণ্টন ব্যবস্থার থেকে প্রায় দ্বিগুণ মানুষজনকে সঙ্গতভাবেই উপকৃতদের আওতায় আনা হয়েছে।

প্রশ্ন কিন্তু অন্য জায়গায়। আগের ও এখনকার হিসেব কষলে দেখা যাবে লোকপিছু বরাদ্দ বেড়েছে বছরে ১০৮ টাকা। এতে সত্যিই কি বেশিরভাগ মানুষের কাছে খাদ্য পৌঁছানো সম্ভব? সরকার চলতি গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমেই খাদ্য সরবরাহের কথা বলছে। এর ফুটোফাটা অবস্থার কথা আমরা জানি। কিন্তু তা সংশোধনের উদ্যোগ কে নেবে?

সরকার আরো বলছে নগদ অর্থ দেওয়ার কথা। যাতে উপকৃতরা বাজার থেকে খাবার কিনতে পারে। ধরা যাক, উপকৃতরা বাজার থেকে সরকারের দেওয়া নগদ টাকায় খাদ্য শস্য কিনল। বাজারের ভালো হল। কিন্তু গুদামে ডাঁই করে রাখা খাদ্যের কী হবে? এছাড়া ১০০ দিনের কাজে ব্যাঙ্ক বা পোস্ট অফিসের মাধ্যমে অর্থ প্রদানের হাল হকিকত তো আর কারোর অজানা নেই। সারা ভারতে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার আওতায় আছে ৫৭.৮ শতাংশ পরিবার। যার ভেতর হিসেব করে দেখলে শহরবাসীর তুলনায় গ্রামবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা অনেক কম। বহু গ্রামে ব্যাঙ্কিং পরিষেবাই নেই। আর যাদের অ্যাকাউন্ট আছে, তাদের বাড়ি থেকে ব্যাঙ্কের শাখার দূরত্ব বেশ। ফলে নিয়মিত তার ব্যবহার নেই। আমাদের রাজ্যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে এরকম পরিবারের সংখ্যা ৩৯.৭৭ শতাংশ। গত তিন বছরে দেশজুড়ে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে হাজার

পুনঃমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

চারেকের কিছু বেশি। এসব হিসেব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের।

আইনে ফুড কুপনের মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহের কথা বলা হয়েছে। প্রশ্ন হল, ফুড কুপন দিয়ে কীভাবে খাদ্য সংগ্রহ করবে উপকৃতরা? বাজার থেকে? আর্থিক দিক থেকে দুর্বলদের বাজারে ভূমিকা কী নতুন করে সরকারকে বলে দিতে হবে ? এভাবে সত্যিই কি যাদের প্রয়োজন তাদের খাদ্য পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? বণ্টন ব্যবস্থার সংশোধন না করে, নগদ অর্থ বা ফুড কুপন দিয়ে পুরো ব্যবস্থাটার বাজারি, বকলমে কালোবাজারিকরণ কি 'আম' সরকারের পক্ষে শোভনীয় হবে?

আইনে বলা হয়েছে, কৃষিতে নতুন শক্তির সঞ্চার করতে সংস্কার-গবেষণা-উন্নয়ন করতে হবে। সবুজ বিপ্লবের ভয়াবহ পরিস্থিতি আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি। এবছরের বাজেটে সবুজ বিপ্লবের ফলে যে ক্ষতি হয়েছিল তার সংশোধনের জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। তা সত্ত্বেও 'আম' সরকার পূর্বভারতে দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লবের কথা বলছে। মুখে মিষ্টি এই বিপ্লবের পেছনে লুকিয়ে আছে জলের ভাণ্ডার, ২-৩ ধরনের হাইব্রিড ফসলের চাষ আর পরে জিন পরিবর্তিত ফসলের চাষ। সব মিলিয়ে চাষের 'শিল্পায়ন'। যুক্তি, উৎপাদন না বাড়াতে পারলে দেশের মানুষকে খাওয়ানো যাবে না। অথচ এই উৎপাদন নিয়ে আমরা প্রতিবছরই আমাদের গুদাম ভর্তি করছি। বর্তমানে যার পরিমাণ ৮ কোটি টন। অন্যদিকে অনাহার, অর্ধাহারে থাকা লোকের সংখ্যা ৭৭ ভাগ। তাহলে 'কৃষি উৎপাদন' নিয়ে কেন এত বাড়াবাড়ি?

এই আইনের উদ্দেশ্য 'খাদ্য সুরক্ষা' বলা হলেও, সুরক্ষা শুধু কার্বোহাইড্রেট বা শর্করার। প্রোটিন, ফ্যাট, ভিটামিন, খনিজ পর্দার্থের সুরক্ষার দরকার নেই? নির্মল জলের দরকার নেই? তাহলে সত্যিই কি নটে গাছটি মুড়োলো? প্রশ্ন অনেক উত্তর নেই।

ন তু ন | ব ই

■■

সবজিবাগান বইটি আমরা প্রকাশ করলাম। উঠোনে সবজি-বোনা বা চালে লাউ লতিয়ে দেওয়া বাংলার এক দীর্ঘ লালিত অভ্যাস। কিন্তু গত কয়েক দশকে এই চর্চা বেশ দূরে সরেছে। বিজাতীয় অর্থনীতি সকলকে বাজারমুখী করেছে। আমাদের বই সেই অভ্যাসকে ফিরিয়ে আনতে।

বইতে ফলন্ত সবজিবাগানের জন্য মাটির যত্ন, ঋতু-অনুগ সবজি, সার-সেচ-সাশ্রয়, পুষ্টিগুণ, সবজি-পরিবার ইত্যাদি আমরা সবিস্তারে সাজিয়েছি। সুলভে বিষমুক্ত ফলন পেতে এই পাঠ-বিস্তার আশাকরি আগ্রহীজনের সহায়ক হবে।

গ্রাম-শহর সর্বত্র এরপর যদি সবজিবাগান নিয়ে কণামাত্র আগ্রহেরও সঞ্চার হয়, তবেই আমাদের এই প্রয়াস সার্থকতা পাবে।

■■

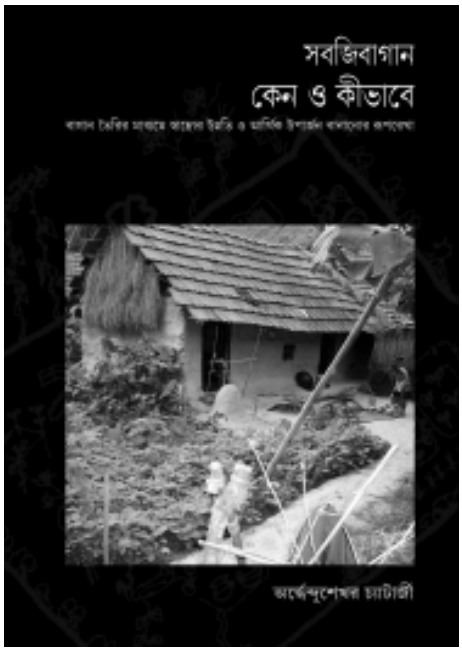

১/১৬ ডিমাই সাইজে হোয়াইটপ্রিন্ট কাগজে ছাপা। পাতা সংখ্যা, ৪৫ পাতা, দাম ১৫ টাকা।

ডেভলপমেন্ট রিসার্চ কমিউনিকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, কসবা, বোসপুকুর, কলকাতা ৭০০ ০৪২, **দূরভাষ** | ২৪৪২ ৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার, ৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২, ফোন ২৪৪২৭৩১১, ২৪৪১১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক-৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস - শিপ্রা দাস, রূপায়ণ - অভিজিত দাস
সম্পাদক - সুব্রত কুন্ডু